দৈনিক বর্তমান

ঢাবিতে ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকনোমিকস সামিট শুরু

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাব 'ইকনোমিকস স্টাডি সেন্টার'-এর উদ্যোগে ৩-দিনব্যাপী 'ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকনোমিকস সামিট' আজ ১৫ এপ্রিল ২০২৫ মঙ্গলবার অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সামিট উদ্বোধন করেন। এবারের সামিট-এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সংস্কারের ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ: দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের রোডম্যাপ।' সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি সেন্টার (আইজিসি)-এর সহযোগিতায় এই ইকনোমিকস সামিট আয়োজন করা হয়েছে।

ইকনোমিকস স্টাডি সেন্টারের সভাপতি হাসিবুল হাসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মাসুদা ইয়াসমীন এবং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জারিন তাসনীম রাইসা স্বাগত বক্তব্য দেন। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই সামিটের সফলতা কামনা করে বলেন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের অনেক দায় আছে। জ্ঞানের উৎপাদন, প্রচার ও প্রসারই আমাদের মৌলিক কাজ। এই কাজের মাধ্যমেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় যত বেশি নিজেদের উন্মোচিত করতে পারবো, আমারা তত বেশি সফল হবো। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে সম্মিলিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিকমানের অনেক শিক্ষক ও গবেষক আমাদের রয়েছেন। তাঁদের কাজগুলো দেশ-বিদেশে সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগের সমন্বয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে কিছু মৌলিক বিষয়ে আমাদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে। শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ইকনোমিকস স্টাডি সেন্টার প্রকাশিত "সেটেরিস প্যারিবাস" এবং "বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অন ইকোনমিকস এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএসডিইডি)" শীর্ষক দু'টি জার্নালের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ৩-দিনব্যাপী এই সামিট-এর বিভিন্ন পর্বে পাবলিক লেকচার, ইকনোমিকস অলিম্পিয়াড, ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, অর্থনীতি বিষয়ক পাঠচক্র, পলিসি ডিবেট এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে ৪টি প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হবে। সামিটের বিভিন্ন পর্বে বিশিষ্ট গবেষক এবং সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেবেন।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকোনমিকস সামিট শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাব 'ইকোনমিকস স্টাডি সেন্টার'-এর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী 'ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকোনমিকস সামিট' মঙ্গলবার অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সামিট উদ্বোধন করেন। এবারের সামিটের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সংস্কারের ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ : দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের রোডম্যাপ।' সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি সেন্টারের (আইজিসি) সহযোগিতায় এই ইকোনমিকস সামিট আয়োজন করা হয়েছে।

ইকোনমিকস স্টাডি সেন্টারের সভাপতি হাসিবুল হাসানের সভাপতিত্বে ■ ১১ পৃঃ ৩-এর কলামে

ঢাবিতে ষষ্ঠ বাংলাদেশ ইকোনমিকস

৩য় পৃষ্ঠার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক মাসুদা ইয়াসমীন এবং ক্লাবের মডারেটর অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জারিন তাসনীম রাইসা স্বাগত বক্তব্য দেন। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই সামিটের সফলতা কামনা করে বলেন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের অনেক দায় আছে। জ্ঞানের উৎপাদন, প্রচার ও প্রসারই আমাদের মৌলিক কাজ। এই কাজের মাধ্যমেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণাকার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বের সাথে বাস্তব প্রয়োগের সমন্বয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে কিছু মৌলিক বিষয়ে আমাদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে। শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ইকোনমিকস স্টাডি সেন্টার প্রকাশিত 'সেটেরিস প্যারিবাস' এবং 'বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অন ইকোনমিকস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএসডিইডি)' শীর্ষক দু'টি জার্নালের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। তিন-দিনব্যাপী এই সামিটের বিভিন্ন পর্বে পাবলিক লেকচার, ইকোনমিকস অলিম্পিয়াড, ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, অর্থনীতিবিষয়ক পাঠচক্র, পলিসি ডিবেট এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে চারটি প্যানেল ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হবে। সামিটের বিভিন্ন পর্বে বিশিষ্ট গবেষক এবং সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেবেন। বিজ্ঞপ্তি।

কালবেলা

ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

মে মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন গঠন

ঢাবি প্রতিনিধি ››

শিক্ষার্থীদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী মে মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। পরে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। এর আগে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করবে কমিশন।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কাজ শুরু করে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে। ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সঙ্গে কয়েক দফায় আলাপ-আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহের ভিত্তিতে ডাকসু নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। একই মাসে ডাকসু সংশোধিত গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করে তা ছাত্রসংগঠনগুলোর কাছে পাঠানো হয়। এর আগে এ বিষয়ে ছয়টি সভা করা হয়। এই গঠনতন্ত্র এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে অনুমোদন হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

রোডম্যাপে উল্লেখ করা হয়, গত জানুয়ারি মাসে 'ডাকসু ইলেকশন কোড অব কনডাক্ট রিভিউ কমিটি' করা হয়। তারা সাতটি সভা করে। এটিও চূড়ান্ত হওয়ার পর এখন তা সিন্ডিকেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

রোডম্যাপ অনুযায়ী, মে মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। একই সঙ্গে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। একই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে নির্বাচন কমিশন। এরপর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। তবে কবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে, সে ব্যাপারে রোডম্যাপে কিছু বলা হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি কোনো বিষয়ে বলে আগামী দুদিনের মধ্যে কিছু একটা করব, সেটা করতে তারা ২ মাস সময় লাগায়। সুতরাং আমরা চাই এ নির্বাচন নিয়েও যেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন কিছু না করে। আমরা অনেক আগে থেকেই ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছি। এখন ডাকসুর রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে; আমরা এতে খুশি; কিন্তু ঠিক সময়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে কি না এবং কমিশন ঠিক কবে নির্বাচনের তারিখ দেয়, তা নিয়ে আমরা সন্দিহান। আমরা বরং চাই মে মাসের মধ্যেই যেন ডাকসু নির্বাচন হয়।

ভোরের ডাক

ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা

ঢাবি সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আগামী মে মাসে নির্বাচন কমিশন গঠন ও ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাবির জনসংযোগ দফতরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের স্বাক্ষর করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন মনে করে ডাকসু প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদেরও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। সেই কারণে প্রশাসন ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। এতে বলা হয়, একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ডাকসু নির্বাচন সম্পাদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত ডিসেম্বর মাস থেকেই বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর ও সুচারুভাবে আয়োজনের *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬*

ডাকসু নির্বাচনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর : জন্য পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সংবলিত পথ নকশা প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামী মে মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এছাড়া মে মাসের মাঝামাঝিতে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।

আমার দেশ

ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা

কমিশন গঠন মে'র শুরুতে

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাকসুর নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে আগামী মে মাসের শুরুর দিকে। তবে নির্বাচন কোন মাসে হবে, সেটি চূড়ান্ত করা হয়নি। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন মনে করে ডাকসু প্রশাসনের

⏭ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

⏭ শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদেরও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। সে কারণেই বর্তমান প্রশাসন ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ডাকসু নির্বাচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আসছে। সে হিসেবে গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত ডাকসু নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ছাড়া একই মাসে গঠনতন্ত্র সংস্কার করে এবং এর চূড়ান্ত কপি ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে পাঠায়। তারও আগে এটি নিয়ে ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই গঠনতন্ত্র সিন্ডিকেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র অনুযায়ী গত ১৫ জানুয়ারি ডাকসু নির্বাচনের 'কোড অব কন্ডাক্ট রিভিউ কমিটি' গঠন করা হয়। তারা সাতটি সভা করে। এটিও চূড়ান্ত হওয়ার পর সিন্ডিকেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। কমিটিটি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। এ ছাড়া ২০ জানুয়ারি নির্বাচনকেন্দ্রিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য 'কনসালট্যান্ট কমিটি' গঠন করা হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও ঢাবি সাংবাদিক সমিতিসহ বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ৯টি সভা করে এ কমিটি। এর চূড়ান্ত কাজ চলতি মাসের মাঝামাঝিতে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এটি হলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে কাগজপত্র বিরতণ করা হবে। প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। ডিন, প্রভোস্ট ও বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানের সঙ্গেও এ প্রক্রিয়া চলছে।

নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন হবে মে মাসের প্রথমার্ধে। এ ছাড়া মে মাসের মাঝামাঝিতে প্রশাসনের সহযোগিতায় ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করবে নির্বাচন কমিশন। এরপর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করবে।

এর আগে বিভিন্ন সময়ে ডাকসুর দাবিতে আন্দোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

আমাদের বার্তা

ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা

মে মাসের মাঝামাঝি নির্বাচন কমিশন গঠন

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সে অনুযায়ী আগামী মে মাসের মাঝামাঝি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। তবে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়নি।

গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসন মনে করে, ডাকসু প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদেরও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। সে কারণেই বর্তমান প্রশাসন ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে।

একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ডাকসু নির্বাচন সম্পাদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকেই বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর এবং সুচারুভাবে আয়োজনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং অগ্রগতি সম্বলিত পথ নকশা প্রকাশ করা হলো।

আরো বলা হয়েছে, ডাকসু নিয়ে অংশীজনদের আলোচনা শুরু হয় গত বছরের ডিসেম্বর। একই মাসে

>> ২-এর পাতায় দেখুন

ডাকসু নির্বাচনের

প্রথম পাতার পর

গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করে ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ছয়টি সভা করা হয়। এটি এখন সিন্ডিকেটে অনুমোদন হওয়ার অপেক্ষায় আছে। গত জানুয়ারি মাসে কোড অব কন্ডাক্ট রিভিউ কমিটি করা হয়। তারা সাতটি সভা করেছে। এটিও চূড়ান্ত হওয়ার পর সিন্ডিকেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। কমিটি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময়ও সম্পন্ন করেছে। এসব কাগজ ছাত্র সংগঠনগুলোকেও দেয়া হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া চলতি মাসেই শেষ হবে। নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন হবে মে মাসের প্রথমার্ধে। একই মাসে মাঝামাঝি সময়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করবে নির্বাচন কমিশন। এরপর কমিশন নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করবে। তবে নির্বাচন কার্যক্রম কোন মাসে চলবে, তা সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

দেশ রুপান্তর

গঠনতন্ত্র সংস্কার করে পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ সময়ের দাবি

ঢাবি প্রতিনিধি

ডাকসু নির্বাচন

৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে নানা আলোচনা, দাবি ও কর্মসূচির পরও এখনো পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ প্রকাশ করেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনের পর পেরিয়ে গেছে পাঁচ বছর, কিন্তু নতুন করে আর কোনো নির্বাচন দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গতকাল মঙ্গলবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি আংশিক রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়, যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন।

তাদের দাবি– গঠনতন্ত্রের মৌলিক সংস্কার এবং নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ছাড়া এ প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হবে না। ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতারা বলছেন, ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে গাফিলতি রয়েছে। তারা দ্রুত গঠনতন্ত্র সংশোধন

মে মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ। মাঝামাঝিতে ভোটার তালিকা

করে পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন।

ঢাবি সূত্রে জানা যায়, ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চারটি কমিটি গঠন করেছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে কমিটিগুলো বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ১৩টি বৈঠক করেছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে গঠনতন্ত্রের চূড়ান্ত খসড়া ছাত্রসংগঠনগুলোর কাছে পাঠানো হয়। জানুয়ারি মাসে কোড অব কন্ডাক্ট রিভিউ কমিটি করা হয়। তবে কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত এখনো সিন্ডিকেটের অনুমোদন

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২ ১

গঠনতন্ত্র সংস্কার করে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পায়নি। প্রশাসন জানায়, নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে মে মাসের প্রথমার্ধে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভোটার তালিকাও চূড়ান্ত করা হবে। তবে নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ এখনো জানায়নি প্রশাসন।

২৯ বছর পর ২০১৯ সালে সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয়। গত বছর ২১ সেপ্টেম্বর ও ২২ নভেম্বর প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে প্রশাসনের বৈঠকে দ্রুত ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। ২ জানুয়ারি মধ্যরাতে ডাকসুর রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ২৫ ফেব্রুয়ারি এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি উপাচার্য বরাবর জমা দেওয়া হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটামও দেয়। এরপর ১৩ জানুয়ারি ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে রোডম্যাপ ঘোষণার আশ্বাস দিলেও তা পূর্ণাঙ্গ হয়নি। এ ছাড়া, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় বিক্ষোভ বা উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানান। তবে প্রশাসন বারবার আশ্বাস দিলেও তা বিলম্বিত হয়েছে। গতকাল ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করলেও সেখানে নির্বাচনের তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে নির্বাচন কবে হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে গেছে। এদিকে, গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত না হওয়া, নির্বাচন কমিশন গঠন ও ভোটার তালিকা নিয়ে ধীরগতির কারণে নির্বাচন নিয়ে ছাত্রসমাজের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। ছাত্রসংগঠনগুলো বলছে, সংস্কার ছাড়া ডাকসু নয়, সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও কার্যকর কাঠামো ছাড়া ডাকসু অর্থহীন হয়ে পড়বে। আবার দ্রুত ডাকসু নির্বাচন না দিলে ক্যাম্পাসে স্থিতিশীলতা আসবে না বলেও দাবি তাদের।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার বলেন, 'ঢাবি শিক্ষার্থীরা যদি ডাকসুর জন্য কঠিন আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে, তবে এর চড়া মূল্য দিতে হতে পারে সব শিক্ষার্থীকে। কমিশন গঠন করার টাইমফ্রেম এটা, নির্বাচনের নয়। শুরু থেকেই টালবাহানা খেয়াল করছি, উই আর অলরেডি লেট।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি এসএম ফরহাদ বলেন, 'ডাকসু নির্বাচনের টাইমলাইন ঘোষণা ইতিবাচক, তবে দীর্ঘসূত্রতা ও নানা আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন অংশীজনের প্রয়োজনীয় মিটিং সম্পন্ন হলেও এখনো পর্যন্ত ডাকসু গঠনতন্ত্রের চূড়ান্ত কপি প্রকাশ করা হয়নি।'

তিনি বলেন, 'স্বার্থবোধক নির্দেশনা ও অস্পষ্ট শব্দচয়নে গঠিত এ টাইমলাইন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নাটকীয়তার শামিল। ডাকসু নির্বাচন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের সংস্কার শেষ করে অসমাপ্ত প্রতিটি কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করতে হবে।'

ঢাবি শাখা ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সভাপতি মেঘমল্লার বসু বলেন, 'নির্বাচনের তারিখ নিয়ে আমাদের প্রশ্ন নেই। তবে ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংশোধন না করে নির্বাচন করা হলে সেটি অর্থহীন হয়ে যাবে। তাছাড়া ডাকসুর সভাপতি অবশ্যই নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে হবে এবং তার ক্ষমতা সীমিত করতে হবে। তাকে অবশ্যই ছাত্র হতে হবে।'

গঠনতন্ত্র সংশোধন না করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ছাত্র ইউনিয়নের পদক্ষেপ কী হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা কোনো পাতানো বা নামকাওয়াস্তে নির্বাচনের দিকে যাব না। তবে প্রাথমিকভাবে ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলব। আমরা শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করব যেন তারা এখন নির্বাচনে আসে না দেয়।'

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, 'প্রশাসন চাইলে এক মাসের মধ্যেই নির্বাচন আয়োজন সম্ভব। আমরা বহুবার স্মারকলিপি দিয়েছি, দেখা করেছি। কিন্তু প্রশাসন সময়ক্ষেপণ করেছে। এত কিছুর পর আজকে রোডম্যাপ দিলেও তা সুনির্দিষ্ট না।' তিনি বলেন, 'ডাকসু নিয়ে প্রশাসনকে আরও সিরিয়াস হতে হবে। তাই দ্রুত ডাকসুর গঠনতন্ত্রের মৌলিক সংস্কার করে প্রশাসনের সামর্থ্য অনুযায়ী যত দ্রুত সম্ভব ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা উচিত।'

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, 'ছাত্রদল শুধু ডাকসু নয়, সব ছাত্র সংসদের নির্বাচন চায়। তবে সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্র ও প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন।' তিনি বলেন, ছাত্রদল ইতিমধ্যে ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন ঘিরে সুস্পষ্ট সংস্কার প্রস্তাব জমা দিয়েছে। দ্রুত ওই সংস্কার নিশ্চিত করে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানাই।

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। আমরা চাই, সবার মধ্যে নির্বাচন নিয়ে একটা ঐক্য তৈরি হোক। সবার মধ্যে এ ব্যাপারে যেন সমঝোতা হয়। দীর্ঘদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সবাইকে নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করতে চাই। এ ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা কাম্য।'

The Daily Sun

EC formation for DUCSU polls starts in May

Daily Sun Report, *DU*

The Dhaka University (DU) authorities will begin forming the Election Commission for the much-anticipated Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) elections in early May.

However, the exact date for the university's student body election has yet to be decided.

The announcement was made in a statement on Monday signed by the university's acting PR director, Mohammad Rafiqul Islam.

According to the notification, the university administration reaffirmed its commitment to DUCSU, calling it a vital part of campus governance.

"The strong student interest in its revival, adding that sincere efforts are underway to ensure a fair and transparent election," it said.

Since December 2024, the university has been in discussions with various stakeholders to ensure free, fair, and acceptable elections, with a published roadmap detailing the steps taken and progress made.

As part of these efforts, stakeholder discussions began in December, during which the DUCSU constitution was finalised after six meetings and later shared with student organisations.

In January 2025, a Code of Conduct Review Committee was formed and has since held seven meetings.

The finalised code is awaiting syndicate approval. The committee has held opinion-sharing sessions with various organisations,

>> **Page-4 Col 8**

EC formation

From Page-12

and the relevant documents have been distributed to student bodies.

Meanwhile, discussions with deans, provosts, and departmental chairpersons are ongoing and are expected to conclude by the end of the month.

According to the timeline, the Election Commission, along with the returning officer and assistant returning officer, will be appointed in the first half of May, with the commission working alongside the university administration to finalise the voter list around the same time.

Once these steps are completed, the Election Commission will announce the election schedule.

আলোকিত বাংলাদেশ

ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রোডম্যাপ অনুযায়ী মে মাসের মাঝামাঝি পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। তবে নির্বাচন কমিশন কতদিনের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করবে তা রোডম্যাপে উল্লেখ নেই।

গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই রোডম্যাপ এর কথা জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন মনে করে, ডাকসু প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদেরও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। সে কারণেই বর্তমান প্রশাসন ডাকসু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ডাকসু নির্বাচন সম্পাদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুভাবে আয়োজনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং অগ্রগতি সংবলিত রোডম্যাপ প্রকাশ করা হলো। গণমাধ্যমে পাঠানো রোডম্যাপে উল্লেখ করা হয়, ডাকসু নিয়ে অংশীজনদের আলোচনা শুরু হয় গত বছরের ডিসেম্বরে। একই মাসে ডাকসু সংশোধিত গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করে তা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ডাকসু নির্বাচনের রোডম্যাপ

● শেষ পৃষ্ঠার পর

ছাত্রসংগঠনগুলোর কাছে পাঠানো হয়। এর আগে এ বিষয়ে ছয়টি সভা করা হয়। এই গঠনতন্ত্র এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে অনুমোদন হওয়ার অপেক্ষায় আছে। রোডম্যাপে উল্লেখ করা হয়, গত জানুয়ারি মাসে 'ডাকসু ইলেকশন কোড অব কনডাক্ট রিভিউ কমিটি' করা হয়। তারা সাতটি সভা করে। এটিও চূড়ান্ত হওয়ার পর এখন তা সিন্ডিকেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী, মে মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। একই সঙ্গে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। একই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে নির্বাচন কমিশন। এরপর নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৩ বৈশাখ ১৪৩২

DU in Media

16 April 2025

The Daily Star

DUCSU EC, voter list to be finalised by May

DU CORRESPONDENT

The process of forming the Election Commission and finalising the voter list for the Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) election will be completed by May, according to the published roadmap of the election.

The appointment of the chief election commissioner and the formation of the commission will be completed in the first half of May, according to the roadmap sent by the university's Public Relations Office yesterday.

As per the provided schedule, the EC will prepare the voter list in the middle of the month. Then the election commissioners will announce the election schedule with the consent of the vice chancellor.

In this roadmap, the

SEE PAGE 4 COL 5

EC, voter

FROM PAGE 3

progress of the work of three Ducsu-related committees was informed. The Ducsu Constitution far held six meetings and finalised reform activities based on the opinions of all.

The revised constitution has already been sent to student organisations and stakeholders. It is now awaiting syndicate approval.

The committee has also finalised the code of conduct, which is awaiting the syndicate's approval as well.

The Daily Observer

DU declares DUCSU election timeline

DU Correspondent

Dhaka University announced a detailed timeline for the much-anticipated DUCSU (Dhaka University Central Students' Union) election.

The university authority has reiterated the importance of DUCSU as a core component of student representation and institutional governance, stating the election is being planned with 'sincerity' and an emphasis on fairness.

On Tuesday, Acting Director Mohammed Rafiqul Islam signed the

SEE PAGE 2 COL 5

DU declares DUCSU election

FROM PAGE 1

press release affirming, "The university is fully committed to a transparent and participatory DUCSU election. Every step so far reflects our determination to uphold democratic student engagement."

Since December 2024, the university administration has engaged in rigorous discussions with stakeholders to ensure an inclusive and transparent process. According to Acting Director of Public Relations Mohammed Rafiqul Islam, the roadmap aims to build trust and maintain order throughout the election period.

Preparations began in mid-December 2024 with stakeholder consultations. Conducted over two weeks, these initial dialogues helped shape the foundation for future phases. Students' interest was evident, with a high volume of feedback submitted via digital platforms. A total of six meetings were conducted to gather opinions.

Last year, on December 24, DUCSU Constitution Amendment Committee was formed. This body not only consulted major student organisations but also launched broader online engagements. The final draft of the revised constitution, shaped through these interactions, has been forwarded to the Syndicate for formal approval. The engagement reflects a growing student demand for more participatory decision-making in campus affairs.

Further institutional development followed with the formation of the DUCSU Election Code of Conduct Review Committee on January 15. The committee held seven meetings, engaging a diverse range of voices including past DUCSU leaders and two batches of DUJA (Dhaka University Journalists' Association) representatives. The updated conduct code has been finalised and is currently awaiting Syndicate review.

A third committee, the Consultation Committee, was established on January 20. This group has been pivotal in integrating input from deans, hall provosts, student organisations and DUJA members. Nine meetings have already taken place. The outcome from these sessions is expected to be finalised and documented by the middle of this month.

In terms of documentation, dissemination has begun. Revised versions of key documents have been shared with student bodies via university website and email. This phase, which ensures transparency and informed participation, is scheduled to be completed by mid-April. However, similar document sharing with university leadership, including provosts, deans, and directors, is still pending.

Quantitative progress shows more than 22 formal meetings across three committees within a four-month span, while qualitative impact lies in the depth of consultation and breadth of participation. From digital feedback to face-to-face meetings, the roadmap blends modern communication methods with traditional academic consultations.

Looking ahead, the appointment of the Chief Returning Officer and other Election Commission members by the Vice-Chancellor remains a critical task. This phase is projected for the first half of May. Only after the commission is formed can the voter list be compiled, another pending step, set for mid-May.

দেশ রুপান্তর

বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশ নেন হাজারো মানুষ ■ মহবার রহমান

উৎসবের রঙে রঙিন বৈশাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক

যেন সব প্রাণ এসে মিশে গেল সর্বজনীন উৎসবে। এবারের বর্ষবরণ ছিল একটু আলাদা। 'নতুন বাংলাদেশের' উৎসবে ছিল নতুন ব্যঞ্জনা। 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' এই প্রতিপাদ্যে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ বরণ করে দেশবাসী। পাহাড়-সমতল ছিল উৎসবের রঙে রঙিন। উদযাপনে ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে সব শ্রেণিপেশার মানুষ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আর এভাবেই এক সুরে এক বন্ধনে সারা দেশে উদযাপিত হয়েছে বর্ষবরণ পহেলা বৈশাখ।

সকাল ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শুরু হয় আনন্দ শোভাযাত্রা। এতে অন্যতম মোটিফ হিসেবে ছিল 'স্বৈরাচারের প্রতিকৃতি'। জুলাই আন্দোলনে শহীদ মুগ্ধর সেই পানির বোতল। ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ছিল তরমুজের মোটিফ।

এর আগে ভোরে রমনা বটমূলে শুরু হয় ছায়ানটের বর্ষবরণ। শুরুতেই সুপ্রিয়া দাসের কণ্ঠে শোনা যায় প্রভাতের ভৈরবী রাগালাপ। ছায়ানটের এবারের

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩ ›

উৎসবের রঙে রঙিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। এবার ৫৮তম বারের মতো রমনার বটমূলে হয়েছে ছায়ানটের বর্ষবরণ।

এবারের নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের কনসার্ট ও ড্রোন শো। সন্ধ্যা ৭টায় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ড্রোন শোতে ফুটিয়ে তোলা হয় জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন মুহূর্ত। এ ছাড়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, জুলাই আন্দোলনের শহীদ আবু সাঈদের বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো ও মুগ্ধর পানি বিতরণের আইকনিক দৃশ্য। কনসার্টে হাজারো মানুষ অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা : পহেলা বৈশাখের দিন সকাল ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শুরু হয় আনন্দ শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে এবারও রাজারবাগ পুলিশ লাইনস থেকে আনা হয় বেশ কয়েকটি ঘোড়া। এতে কেন্দ্রীয় মোটিফ হিসেবে ছিল 'স্বৈরাচারের প্রতিকৃতি'। যদিও এই প্রতিকৃতি কয়েক দিন আগে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর গত শনিবার রাত থেকে প্রতিকৃতি নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু ও অনুষ্ঠানের আগে তা শেষ হয়। শোভাযাত্রাটি শাহবাগ, টিএসসি, রাজু ভাস্কর্য, শহীদ মিনার, ঢাবির শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র, দোয়েল চত্বর হয়ে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে চারুকলায় গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, শিক্ষার্থী, নারী, শিশুসহ নানা বয়স, শ্রেণি ও পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। শোভাযাত্রায় ছিল বিশেষভাবে তৈরি বৃহৎ ইলিশ মাছ, কাঠের তৈরি বাঘ, শান্তির প্রতীক পায়রা, পালকি, ঘোড়া, নানা পাখির মোটিফ, সুলতানি ও মুঘল আমলের মুখোশ, রঙিন চরকি, তালপাতার সেপাইসহ দেশের ঐতিহ্য বহন করে এমন সব শিল্পকর্ম। এ ছাড়া ইসরায়েলের আক্রমণে ফিলিস্তিনে তথা গাজায় চলা গণহত্যার প্রতিবাদ ও ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশে ছিল তরমুজের মোটিফ, যেখানে ভেতরে লাল ও বাইরে সবুজ, যেটি ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। আরও ছিল 'মুগ্ধের পানির বোতল'সহ বেশ কিছু থিম। এতে তুলে ধরা হয় বাংলার লোকজ ঐতিহ্য এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বার্তা।